জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন জরাজীর্ণ। এই ভবনগুলির ছাদ ও দেওয়াল হইতে খসিয়া পড়িতেছে পলেস্তারা। বাহির হইয়া আসিতেছে মরীচিকা ধরা রড। সামান্য বৃষ্টিতেই ভবনগুলির ছাদ চুয়াইয়া পানি পড়ে। তখন শিক্ষার্থীদের দুরবস্থার শেষ থাকে না। এভাবে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী সংস্কার বা নূতন ভবন নির্মাণ করা হইতেছে না। কোথাও কোথাও সরকারি অনুদানে অস্থায়ী শ্রেণিকক্ষ নির্মিত হইতেছে বটে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তাহাও অপ্রতুল। ফলে কোথাও কোথাও ভগ্নদশা ভবনের বারান্দায়, খোলা মাঠে বা গাছতলায় ক্লাস করিতেছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। কিন্তু গ্রীষ্মকাল যতই আগাইয়া আসিতেছে, গরমের কারণে ততই ভয় বাড়িতেছে এইসব স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। দীর্ঘদিন স্কুলভবন ভগ্ন থাকিবার কারণে স্কুলমুখী হইতেছে না অনেক শিক্ষার্থী।

ডুমুরিয়া একটি উদাহরণ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সারাদেশে এমন জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক। ২০০৩ সালে পরিচালিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের ৩৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০ হাজার প্রতিষ্ঠান ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। ইহার মধ্যে কিছু ভবন সংস্কার হইয়াছে। আবার নূতন করিয়াও অনেক ভবন হইয়াছে জরাজীর্ণ। সব মিলাইয়া বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভবন-সংক্রান্ত নানামুখী সমস্যা বিদ্যমান। সাম্প্রতিককালে নূতন করিয়া সরকারিকরণ হইয়াছে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়। এইসব বিদ্যালয়েরও অনেক ভবন জীর্ণশীর্ণ। সুতরাং ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের সংখ্যা আরও বাড়িবে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে ২০১২ সালে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকল্পটির আওতাভুক্ত বিদ্যালয়ের অর্ধেক ভবনই নির্মাণ করা হয় নাই বলিয়া জানা যায়। মেয়াদ ও ব্যয় বাড়িলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত গতি নাই। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনগুলি নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করে এলজিইডি, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অভিযোগের অন্ত নাই। নিম্নমানের কাজের ফলে অল্প সময়েই এইসব ভবন জরাজীর্ণ হইয়া পড়ার দৃষ্টান্ত কম নহে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকৌশল অধিদপ্তর থাকিলেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এমন অধিদপ্তর নাই। বলাবাহুল্য, এই কারণেও সমন্বয়ের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

শ্রেণিকক্ষসহ পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা মানসম্মত পাঠদানের পূর্বশর্ত। সুতরাং ইহার সমাধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হইবে। সবার জন্য শিক্ষাসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরিয়া পড়িবার হার হ্রাস, উপস্থিতির হার বৃদ্ধিসহ গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করিতে ইহার বিকল্প নাই। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যেইসব স্কুলভবন ঝুঁকিপূর্ণ রহিয়াছে সেইগুলির সংস্কার বা পুনর্নির্মাণে লাগিবে এক হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ। তাই এই খাতে ক্রমান্বয়ে বাজেট বৃদ্ধির দাবি জানাই আমরা। তবে সবকিছু যাহাতে ঠিকমতো হয়, এইজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগে জনপ্রতিনিধিদের অবশ্যই তাগাদা দিতে হইবে। তাহারা জনগণের ভোটে ক্ষমতাসীন হইয়াছেন। কিন্তু সেই ক্ষমতাকে জনগণের কল্যাণের জন্য তাহারা কতটা ব্যবহার করিতেছেন, তাহাই আজ ভাবিয়া দেখা দরকার।